চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

রাজস্ব নীতি সরকারের সামগ্রিক আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্ম-সংস্থানমুখী, উৎপাদনশীল, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বেকারত্বের হার হ্রাস ও আয়-ব্যায়ের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষয় প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রেখেছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করতে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সত্বেও এখনও রাজস্ব জিডিপি অনুপাত-বৃদ্ধির হার মন্থর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৫৫,৫১৮.৭২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রা (১,৫০,০০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩.৬৮ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৭ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৫.৩০ শতাংশ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সরকারি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯২.৭২ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় ৩৭ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।

রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলত সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল,টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত সাত বছরের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মোট রাজস্ব	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০	২১৮৫০০
কর রাজস্ব	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০	১৯১৫০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০	২৭০০০
	স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬						
মোট রাজস্ব	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬	১১.১৭
কর রাজস্ব	৮.৬৩	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮	৯.৭৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭৬	২.১১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৭	১.৩৮

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

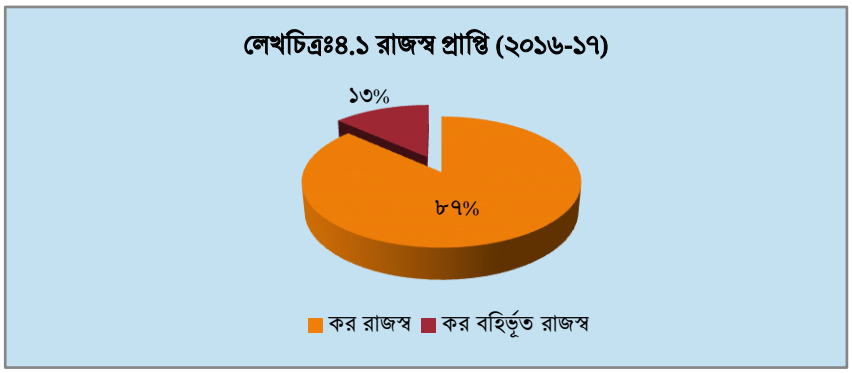

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০১০-১১ অর্থবছরের ১০.৩৯ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ ধারা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৭৮ এবং ১০.২৬ শতাংশে। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে তা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮৭ শতাংশের ওপর) আসে কর রাজস্ব হতে যা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো সাতটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে আয়করের আইনী সংস্কার করা হয়েছে-
  (১) রাজস্ব যোগান;
  (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান;
  (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা;
  (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন;
  (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ;
  (৬) কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার প্রবর্তন;
  (৭) কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

প্রতিটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তির আলোকে যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- **রাজস্ব যোগান:**
  - করঘাত (tax burden) এ সমতা আনার লক্ষ্যে আয়করের প্রগতিশীল নীতির আওতায় কর রেয়াতের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
  - বিভিন্ন খাতের উৎস করের হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
  - করনেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ কর বছর থেকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রেও আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছেঃ
    - ১৬,০০০/- টাকা বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন উত্তোলনকারী কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান, কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা তদধীন কোনো ইউনিটের সকল কর্মচারি;
    - কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারি;
    - কোম্পানি বা গ্রুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য;
    - ফার্মের সকল অংশীদার;
    - সকল সমবায় সমিতি; এবং
    - কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের সুবিধা ভোগকারী করদাতা;

- নতুন করদাতাদের করনেটভুক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত করদাতাদের জন্যও টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে:
    - চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী ঘোষিত জাতীয় পে স্কেল, ২০১৫ এ দশম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা তদধীন কোনো ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী;
    - এমপিও এর মাধ্যমে সরকারি উৎস থেকে মাসিক ১৬,০০০/- টাকা বা তদুর্ধ্বে বেতন ভাতা-প্রকৃতির অর্থ গ্রহণকারী; এবং
    - কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পদে বা উৎপাদনের সুপারভাইজরি পদে নিয়োজিত সকল employee
- জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিগারেটের মত বিড়ি, জর্দ্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবসার করহারও ৪৫ শতাংশ করা হয়েছে;

➢ **সমতা ও ন্যায্যতা বিধান:**

- আয় ও সম্পদের বৈষম্য নিরসনে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য সারচার্জের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- প্রথাগত ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতার সমতল ক্ষেত্র (level playing field) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনলাইন শপিং বা ই-কমার্স (e-Commerce) কে করারোপণের আওতায় আনা হয়েছে;
- সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ড, পেনশন ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি ফান্ড, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ডসহ যে কোন ফান্ড কর্তৃক ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর এবং স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমানতের সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তন এবং তা চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

➢ **প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা**

- দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকের আয়ের উপর হ্রাসকৃত হারে করারোপন করা হয়েছে;
- পাট শিল্পের বিকাশের জন্য উক্ত শিল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় করের সর্বোচ্চ হার ১০% এ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মার্জিন ঋণ ও সুদ মওকুফকে করমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর কর অব্যাহতির সীমা বার্ষিক টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকা হতে ৩৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- ব্যবসায় বা পেশা আয় নিরূপণে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা বিদ্যমান ৪.৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪.৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে খরচের অনুমোদনযোগ্য সীমা প্রদর্শিত টার্নওভারের ১% থেকে বাড়িয়ে ১.২৫% পর্যন্ত করা হয়েছে;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির স্বল্পতা বিবেচনায় পরিকল্পিত ও স্বল্প আয়তনের আবাসনের বিষয়ে সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় খাতের উৎস করহারের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;

➢ **সামাজিক দায়িত্ব পালন**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির লালন-পালনে অতিরিক্ত ব্যয়ভারের প্রয়োজন হয় বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতার জন্য করমুক্ত সীমা আরো ২৫ হাজার টাকা বেশি করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজন বিধায় কর্মস্থলে এ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা ৪.৭৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- কোন employee প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলে তার বেতন আয় নিরূপণে চিকিৎসা ভাতার সর্বোচ্চ করমুক্ত সীমা ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- চাকুরিজীবীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যান্সার সংক্রান্ত সার্জারির খরচ নিয়োগকর্তা থেকে প্রাপ্ত হলে তা করমুক্ত রাখা হয়েছে;

➢ **কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ**

- রিটার্ন দাখিলের একটি অপরিবর্তনীয় তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা করদিবস বা "Tax Day" নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে;
- Tax day এর মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতায় মাসিক ২% হারে বিলম্ব সুদ (সর্বোচ্চ ১২ মাস সময়ের জন্য) আরোপের বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- সকল কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য সত্ত্বার জন্য (কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়- এরূপ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা এবং রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট কর বছরে কর অব্যাহতি সুবিধা না দেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক অথচ ১২-ডিজিটের টিআইএন গ্রহণ করেননি এমন employee কে প্রদত্ত বেতনভাতা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না মর্মে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

- উৎস কর রিটার্ন অডিট করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- উৎস কর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন উৎস কর ইউনিট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- কর ফাঁকি রোধে অনলাইনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- আন্তঃসীমানা কর ফাঁকি রোধকল্পে ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক করের উপযুক্ত ও কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

➢ **কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার প্রবর্তন**

- ন্যূনতম কর, চূড়ান্ত কর, কর অব্যাহতি ও হ্রাসকৃত করহার সংক্রান্ত বিধানসমূহের সমন্বয়, আন্তসংগতি বিধান ও পরিমার্জন করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি সুসংগঠিত ন্যূনতম কর কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক বা মেশিন রিডেবল রিটার্ন, ফরম ও সার্টিফিকেট ইস্যুর বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

➢ **কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি**

- প্রান্তিক করদাতার রিটার্ন দাখিল সহজ করার জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা হয়েছে;
- উৎস করের রিটার্ন দাখিল ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে ষান্মাসিক করা হয়েছে;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইন রিটার্ন দাখিল করা যাবে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর কমিশনার (আপীল) এবং কর আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে মর্মে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

বক্স ৪.২: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ **ভ্যাট আইন ও বিধিমালার সংস্কারঃ**

(ক) নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে;
(খ) মূল্য ঘোষণা অনুমোদন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে;
(গ) ভ্যাট ব্যবস্থায় বিদ্যমান মামলাজট হ্রাসকল্পে ADR ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে;

➢ **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছেঃ**

(ক)Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus (আমদানি পর্যায়ে);
(খ)Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus (আমদানি পর্যায়ে);
(গ) Alloy pig iron; spiegeleisen (আমদানি পর্যায়ে);
(ঘ) হুইট ক্রাশারের যন্ত্রাংশ (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঙ) কঠিন শিলা (মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প হতে উত্তোলনের ক্ষেত্রে);
(চ) পাটজাত পণ্যের যোগানদার (সেবা পর্যায়ে);
(ছ) অন্যান্য বিবিধ সেবা (শুধুমাত্র গ্রে ফেব্রিক্স এর স্পিনিং, উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং সেবা কার্যক্রম) (সেবা পর্যায়ে);

➢ **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছেঃ**

(ক) বিলেট (আমদানি পর্যায়ে);
(খ) ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত (প্রতি কেজি) পাউরুটি, বানরুটি ও এই ধরনের রুটি এবং ১০০ টাকা পর্যন্ত (প্রতি কেজি) মূল্য মানের হাতে তৈরি কেক এবং বিস্কুট (উৎপাদন পর্যায়ে);
(গ) হার্ডবোর্ড (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঘ) পাওয়ার লুম হতে তৈরি ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঙ) প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরি হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা (১২০ টাকা পর্যন্ত) (উৎপাদন পর্যায়ে);
(চ) বৈদ্যুতিক জেনারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ছ) পত্রিকায় প্রকাশিত ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন (মৃত্যু সংবাদ ব্যতীত) (সেবা পর্যায়ে);
(জ) ট্রাভেল এজেন্সি (সেবা পর্যায়ে);
(ঝ) কাঁচা রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিলামে ক্রয় (সেবা পর্যায়ে);
(ঞ) মেডিটেশন সেবা(সেবা পর্যায়ে);

➢ **কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
জর্দা ও গুল	৬০%	১০০%
শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	৩%	৫%
বিদেশি শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক (দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির আওতায় আগত বিদেশি শিল্পী ও মূল ধারার বিদেশি শিল্পী সহযোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান ব্যতীত)	০%	১০%

➢ **জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

(ক) সিগারেটঃ

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	পূর্বের করভার	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
১৮.০০ টাকা	৪৮%	২৩.০০ টাকা	৫০%
২১.০০ টাকা হতে ৪২.০০ টাকা পর্যন্ত	৬০%		
৪৪.০০ টাকা হতে ৬৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬১%	৪৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%
৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%	৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

পণ্যের বিবরণ	পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ও একক	বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য	সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	টাকা ১.৫৮ (৮ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ২.২৫	৩০
	টাকা ২.৩৬ (১২ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৩.৪০	৩০
	টাকা ৪.৯১ (২৫ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৭.১০	৩০
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	টাকা ২.৬৯ (১০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৩.৮৫	৩৫
	টাকা ৫.৩৪ (২০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৭.৭৫	৩৫

➢ **পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ি ও দোকানদার এর উপর এলাকাভেদে নিম্নবর্ণিতভাবে ভ্যাট এর হার পরিবর্তন করা হয়েছেঃ**

এলাকা	পূর্বের (টাকা)	বিদ্যমান (টাকা)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১৪,০০০/-	২৮,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১০,০০০/-	২০,০০০/-
জেলা শহরের পৌর এলাকা	৭,২০০/-	১৪,০০০/-
দেশের অন্যান্য এলাকা	৩,৬০০/-	৭,০০০/-

➢ **অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংশোধনী আনা হয়েছে:**

(ক) "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" সেবাটির সংজ্ঞা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
(খ) মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে;
(গ) ইটভাটার উপর বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য সংশোধন করা হয়েছে;
(ঘ) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগীতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়ারকন্ডিশনার এর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;
(ঙ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে টার্নওভার নির্বিশেষে ভ্যাটের আওতায় তালিকাভুক্তি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনের সংশোধনীমূলক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বক্স ৪.৩: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বিদ্যমান আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করে ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান ১১ স্তরের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- বাণিজ্য উদারীকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান ৪% রেগুলেটরি ডিউটি ৩% করা হয়েছে।
- নিত্য ব্যবহার্য ও ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে তেল, চিনি, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন-ইত্যাদির শুল্ক অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ধান চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চাউল আমদানির উপর বিদ্যমান ১০% আমদানি শুল্ক ও ১০% রেগুলেটরি ডিউটি এর স্থলে ২৫% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দেশিয় চা উৎপাদনকারীদের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে চা এর ট্যারিফ মূল্য প্রতি কেজি ১.৬ মার্কিন ডলার. নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কৃষি খাতের যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুতের লক্ষ্যে এর যন্ত্রাংশ আমদানিতে ১% শুল্ক ধার্য করা হয়েছে।
- শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প কর্তৃক আমদানিয় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশিয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে বিলেট আমদানিতে ট্যারিফ মূল্য ৩৮০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে ২০% রেগুলেটরি ডিউটি ও ১৫% মূসক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সকল প্রকার কয়লার আমদানি শুল্ক শূন্য করা হয়েছে।
- ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত Special type refrigerator এবং Humidity chamber কে মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিসিভিত্তিক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- Human Hauler এর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশে মোটর সাইকেল শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় আমদানিয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- SIM card, smart card তৈরির কাঁচামাল scratch off label এবং co-polymer coated aluminium tape এর শুল্ক ২৫% হতে ১৫% করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ২,০৩,১৫২.০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৯,২৬৬.৯৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯২.১৫ শতাংশ)। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৫৯ শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৫৫,৫১৮.৭২ (৩.৬৮ শতাংশ) কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.২ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
আমদানি শুল্ক	১১৫৬৬.০৫	১৩২৬৮.০৭	১৩২২৭.৫৫	১৩৫৪০.৮২	১৫৩৪৩.৩৮	১৮০১৬.৫৮	১৩৪৮৮.২৯
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১২৩৭৫.৮১	১৩৭৬৯.৬৪	১৪৮৪৬.৪৮	১৫৩১৮.৯০	১৭৬৯২.১২	২০৫৮৩.৮৬	১৬৩২১.৫৮
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৩৯৯৮.৭১	৪৩৬৮.৯০	৪২০৫.০১	৪৩৪৪.৪৩	৫২৫৭.৪০	৬৫৬০.২	৪৭৯০.২৫
রপ্তানি শুল্ক	২৮.৭১	৩৮.৯৫	৩৩.৪৭	২৬.৪৬	৩৯.৫৮	৩২.৭৫	১৭.২৫
উপ মোট	**২৭৯৫৯.২৮**	**৩১৪৪৫.৫৬**	**৩২৩১২.৫১**	**৩৩২৩০.৬১**	**৩৮৩৩২.৪৮**	**৪৫১৯৩.৩৯**	**৩৪৬১৭.৩৭**
আবগারী শুল্ক	৪৮৬.১৮	৬৬০.৩৬	৭৭২.৫৩	৮২২.৩৯	৯৫৪.৭১	১৫৮২.০৩	১৪৮০.৫৩
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৭৮৩২.৯৮	২১৯৮৮.৭২	২৬৩৬৭.২৬	২৯২৫২.১১	৩২২৭৬.৯০	৩৪৮৬২.৮২	২৫১৮২.৭৬
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৯৭০১.১৯	১১৯২০.১৯	১১৯৮৫.২৯	১৩৬৪৭.১৯	১৫৭৬২.০৩	১৯৬৩০.৯৬	১৫০২৬.৪৮

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৩.৬৩	৩.৪৫	৩.৬৮	৪.৭২	৪.৭৫	৪.৮৫	১.৭৯
উপ মোট	**২৮০২৩.৯৮**	**৩৪৫৭২.৭২**	**৩৯১২৮.৭৬**	**৪৩৭২৬.৪১**	**৪৮৯৯৮.৩৯**	**৫৬০৮০.৬৬**	**৪১৬৯১.৫৬**
মোট পরোক্ষ কর	**৫৫৯৮৩.২৬**	**৬৬০১৮.২৮**	**৭১৪৪১.২৭**	**৭৬৯৫৭.০২**	**৮৭৩৩০.৮৭**	**১০১২৭৪.০৫**	**৭৬৩০৮.৯০**
আয়কর	২৩০০৭.৫৩	২৮২৬১.৮৭	৩৭১২০.৬৫	৪২৯১৫.৫০	৪৮৫২৫.০০	৫৩৩২৫.৯৬	৩২২৩২.৬৬
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪১২.০৪	৪৭৩.৯৬	৫৮৯.৮১	৬৪০.৩১	৬৬৮.১১	৯১৮.৭১	৭২৫.৪০
মোট প্রত্যক্ষ কর	**২৩৪১৯.৫৭**	**২৮৭৩৫.৮৩**	**৩৭৭১০.৪৬**	**৪৩৫৫৫.৮১**	**৪৯৩৯৩.১১**	**৫৪২৪৪.৬৭**	**৩২৯৫৮.০৬**
সর্বমোট	**৭৯৪০২.৮৩**	**৯৪৭৫৪.১১**	**১০৯১৫১.৭৩**	**১২০৫১২.৮৩**	**১৩৬৭২৩.৯৮**	**১৫৫৫১৮.৭২**	**১০৯২৬৬.৯৯**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৭০.৫১**	**৬৯.৬৭**	**৬৫.৪৫**	**৬৩.৮৬**	**৬৩.৮৭**	**৬৫.১২**	**৬৯.৮৩**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**২৯.৪৯**	**৩০.৩৩**	**৩৪.৫৫**	**৩৬.১৪**	**৩৬.১৩**	**৩৪.৮৮**	**৩০.১৭**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

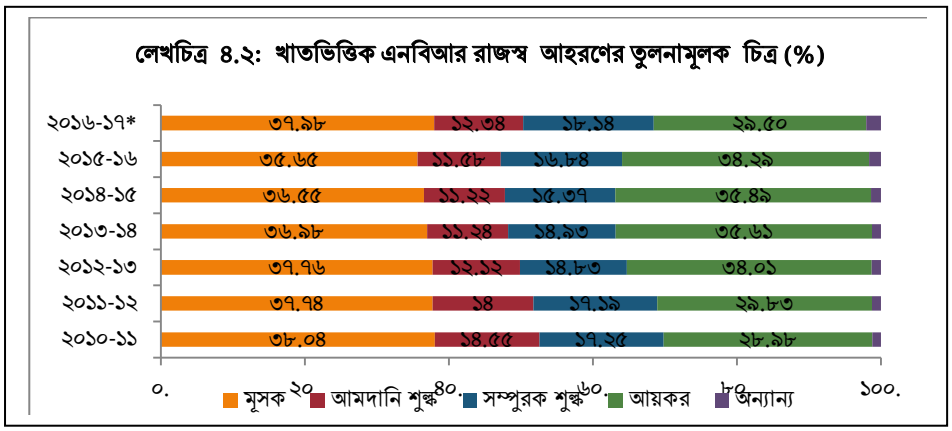

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২ হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৭.৯৮ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৩৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১০-১১ অর্থবছরের ২৮.৯৮ শতাংশ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৫.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার হ্রাস পেয়ে ২৯.৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭১ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

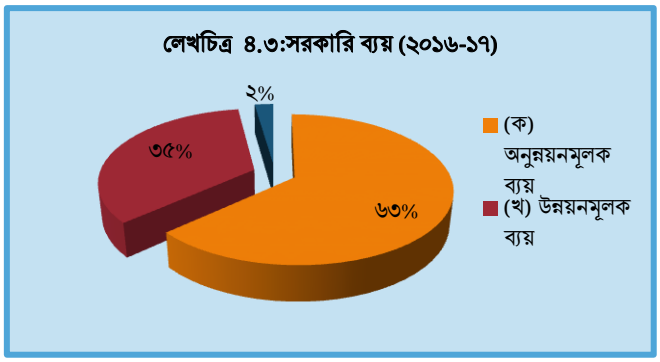

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *২০৬-১৭ মূল বাজেটভিত্তিক।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৩০০১১	১৬১২১৩	১৮৯৩২৬	২১৬৬২২	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪	৩১৭১৭৫
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৮৩১৭৭	১০০৯৮৬	১১০৬২৭	১৩৪৯০৭	১৪৯৩৯৯	১৬৩৬৬২	১৯৮২২৩
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৩৯৬১৫	৪৫৬৫০	৫৭৭৫১	৬৫১৪৫	৮০৪৭৬	৯৫৮৯৭	১১০৭০০
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৭২১৯	১৪৫৭৭	২০৯৪৮	১৬১৭০	৯৭৯৩	৫০০৫	৮২৫২
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)						
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.২০	১৫.২৮	১৫.৭৯	১৬.১২	১৫.৮১	১৫.৩০	১৬.২২
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৯.০৮	৯.৫৭	৯.২৩	১০.০৪	৯.৮৬	৯.৪৬	১০.১৩
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৮২	৪.৮৫	৫.৩১	৫.৫৪	৫.৬৬
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৭৯	১.৩৮	১.৭৫	১.২০	০.৬৫	০.২৯	০.৪২

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ১,১৯,২৯৫.৯৭ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৮,৩৪৯৯.২৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৫,৭৯৬.৭০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৫৮১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,২৫৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৫৪টি, জেডিসিএফ অর্থায়িত প্রকল্প ৬টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬৬টি প্রকল্প। সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন বাদে মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৪১৫টি। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের যেখানে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৩১৫টি সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৫৮১টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৬-১৭*	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৫৮১	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	...	...	...
২০১৫-১৬	৯৯৯	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৩৩২০৯ (৩৬%)	২২৮৫৪ (৩৭%)	১০৩৫৫ (৩৫%)
২০১৪-১৫	১১৮৭	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭(৯৫%)	৩৮০৫১ (৯৮%)	১৮৬৯৬ (৮৮%)
২০১২-১৩	১০৩৭	৫৫০০০	৩৩৫০০	২১৫০০	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০	৫০০৩৫ (৯৬%)	৩৩৬৩৯ (৯৯%)	১৬৩৯৬ (৮৯%)
২০১১-১২	১০৩৯	৪৬০০০	২৭৩১৫	১৮৬৮৫	১২৩১	৪১০৮০	২৬০০০	১৫০০০	৩৮০২৩ (৯৩%)	২৫৪৪৮ (৯৮%)	১২৫৭৫(৮৪%)
২০১০-১১	৯১৬	৩৮৫০০	২৩২০০	১৫৩০০	১১৮৫	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩২৮৫৫ (৯২%)	২৩০৪৫ (৯৭%)	৯৮১০ (৮২%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোট:** এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত * ব্যয় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৩৫,৮৮০ কোটি টাকা যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তিনগুণের বেশি উন্নীত হয়ে ১,১০,৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যাও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়নের হার ৯২.৭২ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৩৬.৯১ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহণ খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলো:

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-১৭	
সেক্টর	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**
১. কৃষি	২৫৪১.৩৪	৬.১৯	২৯০৫.৭৬	৫.০৯	৩৫২৭.৫৩	৫.৫৪	৪১৬৮.১৯	৫.৩৫	৪৯৯১.৮৫	৫.১৫	৫৭৪১.৬০	৫.১৯
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৫০৫৭.৬১	১২.৩১	৬৭১২.৪৭	১১.৭৫	৬৯৭৭.১৫	১০.৯৫	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৮৬৭৭.০২	৮.৯৫	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২
৩. পানি সম্পদ	১৪২০.৪৬	৩.৪৬	১৫৯৩.২৫	২.৭৯	১৮৮৯.৩৮	২.৯৭	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৯১০.৪৬	৩.০০	৩৩৪২.১১	৩.০২
৪. শিল্প	৯৬৯.০৫	২.৩৬	১৯২৪.১৮	৩.৩৭	৩১৪৪.৮২	৪.৯৪	২১৭৮.৩২	২.৬১	১৪৭৭.১৫	১.৫২	৯৭৪.১২	০.৮৮
৫. বিদ্যুৎ	৭২০৮.১০	১৭.৫৫	৮৫৬৯.০৪	১৫.০০	৮০৬৬.১১	১২.৬৬	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৬৪৮৫.১৭	১৭.০০	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭৩৮.৮২	১.৮০	৩৩৯১.৯৩	৫.৯৪	৩৭৭৫.০৭	৫.৯৩	২২০৯.৩৩	২.৮৪	১৯৯৩.৯৭	২.০৬	১০৬৭.৮৭	০.৯৬
৭. পরিবহণ	৬২৪৩.২৪	১৫.২০	৮৮৭৮.৩২	১৫.৫৪	১০৭৫৭.২৮	১৬.৮৯	১৭৬৩২.৩০	২২.৬৫	২১৭৭৫.৯১	২২.৪৫	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২
৮. যোগাযোগ	৮৭৭.৯৬	২.১৪	৯৩৭.৬০	১.৬৪	৮০৮.৭৬	১.২৭	১০২৩.১৬	১.৩১	১৮৫৬.৩১	১.৯১	১৯১৫.৭৯	১.৭৩
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৪১৯৬.০৯	১০.২১	৭০০৪.২২	১২.২৬	৬২১৮.৭১	৯.৭৬	৮৩৪৭.৫৭	১০.৭২	১১১৬৮.৮৯	১১.৫১	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৪৮২৯.০৬	১১.৭৬	৬৬২৮.৬৫	১১.৬০	৮০৬৪.৯৯	১২.৬৬	৯০৯১.৪০	১১.৬৮	১০৩৩৯.০৩	১০.৬৬	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৫২.৪২	০.৩৭	১৭৭.৫২	০.৩১	২৬৫.৯২	০.৪২	১৬৬.৯২	০.২১	৩১০.৮৩	০.৩২	৩১৪.১৯	০.২৮
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৩৩৮৫.১৫	৮.২৪	৪০২৭.৩১	৭.০৫	৪২১৯.৭৯	৬.৬২	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৬০৮৩.১৮	৬.২৭	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১
১৩. গণসংযোগ	৮৬.২৫	০.২১	৫২.০৪	০.০৯	১১১.৯	০.১৮	১০৯.৯৫	০.১৪	১২৫.৫১	০.১৩	১৭৬.০০	০.১৬
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩২৫.০৭	০.৭৯	৪০৯.১১	০.৭২	৪৫১.৩১	০.৭১	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪৯০.৬৯	০.৫১	৩৪৭.১৯	০.৩১
১৫. জন প্রশাসন	৯৮২.৪৪	২.৩৯	১০৩৭.২০	১.৮২	১৩৯০.৭৯	২.১৮	১৭১৮.৪৫	২.২১	২৮৬৮.৮৫	২.৯৬	২৩৪৪.৫৫	২.১২
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৩৯.৭৪	০.৩৪	২৯৯.২০	০.৫২	১৫৫৯.০৩	২.৪৫	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	২৪১৮.৬০	২.৪৯	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩০.৯৭	০.৩২	২৮২.৭৫	০.৫০	৩৫৪.৪	০.৫৬	৫১১.১০	০.৬৬	৪৬৫.৮০	০.৪৮	৪৫০.৭৭	০.৪১
থোক/বরাদ্দ	**১৭৯৬.২৩**		**২২৮৯.৪৫**		**২১২২.২৯**		**২৬৫০.৪৩**		**২৫৬০.৭৮**	**২.৬৪**	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৪১০৮০.০০**		**৫৭১২০.০০**		**৬৩৭০৫.২৩**		**৭৭৮৪১.৬৯**		**৯৭০০০.০০**	**১০০**	**১১০৭০০.০০**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

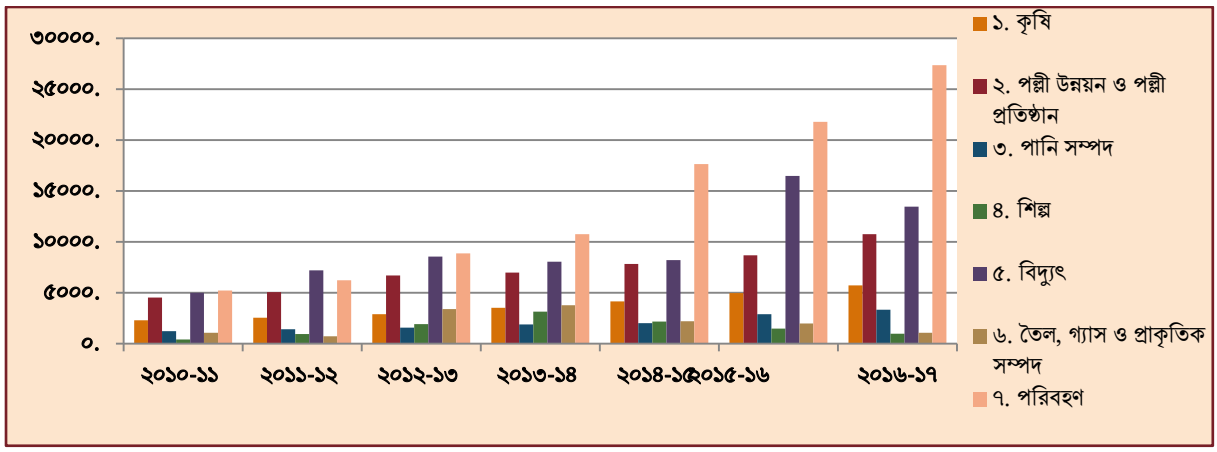

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি ৪ ৫.পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টর ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৪টি অর্থবছরের আরএডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় পরিবহণ সেক্টরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়, যা ঐ অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দের ২২.৪৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় গত ৫টি অর্থবছরের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের যথাক্রমে ১৭.৫৫ শতাংশ, ১৫.০০ শতাংশ ও ১২.৬৬ শতাংশ, ১০.৫৬ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবারি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ১৬,৮৮৫.১৭ কোটি টাকায়, যা' মূল এডিপি'র ১৭.০০ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে ১,০২৮.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ সেক্টরে মোট ২,৪১৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ২.৪৯ শতাংশ। সরকার এ সময়ে পরিবহণ ও বিদ্যুৎ সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন বরাদ্দ মোট এডিপির ১৪.৩৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.৬৬ শতাংশ হলেও পরিমাণের দিক থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের হার বৃদ্ধি না পেলেও আকারের দিক থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বিগত সাত বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গড়ে প্রায় ৬৫ শতাংশের বেশি সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
এডিপি	৩৫,৫৮৮	৪১,০০০	৫২,৩৩৬	৬০,০০০	৭৫,০০০	৯১,০০০	১,১০,৭০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২০,৮৫০	২৪,৭৯৪	৩৮,৬২০	৩৮,৮০০	৫০,১০০	৬১,৮৪১	৭০,৭০০
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৮.৫৯	৬০.৪৭	৭৩.৭৯	৬৪.৬৭	৬৬.৮০	৬৭.৯৬	৬৩.৮৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ৫৮.৫৯ শতাংশ থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ৭৩.৭৯ শতাংশে উপনীত হয় যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অপরদিকে এই ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারার পরিবর্তন আসে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যেখানে ৬৪.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উক্ত একই উৎস হতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৩.৮৬ শতাংশ। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া স্বত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ গড়ে ৬৭.৪১ শতাংশের ওপর যা তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত কল্পে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এপ্রিল, ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর)-২০০৩ জারি করা হয়। অতঃপর অধিকরতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডারডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুততম সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টিকে অন-লাইনে সম্পাদন করার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা ২ জুন, ২০১১ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং উচ্চতর গতি সম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-জিপি সেবা সার্বক্ষণিক চালু রাখার নিমিত্ত ২৪/৭ হেল্প ডেস্ক চালু রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১,২৩৩টি সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে মার্চ ১৯, ২০১৭ পর্যন্ত ১,০৩৭ টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমুহের কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমূহের ২,৬৫৫ জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থা/দপ্তরে (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর ১,০৩৭ টি সংস্থার ৪,১৩৭ টি ক্রয় এজেন্সি ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৩,০৪৪৬ টি দরদাতা/ প্রতিষ্ঠান ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ৮৬,৫২৯ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ -এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪.৭: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৩.৮০	-৪.৩৯	-৪.১৪	-৪.৪৩	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-৩.৩৪	-৩.৯৭	-৩.৭০	-৩.৯৯	-৪.৬০	-৪.৭০	-৪.৮০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৭১	৩.২৭	২.৭১	৩.০৫	৩.৬১	৩.৫৯	৩.৫৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	০.৬৩	০.৭০	০.৯৯	০.৯৪	১.০৫	১.৫৬	১.৪৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.০৯	১.১২	১.৪৩	১.৩৮	১.৪২	১.৮৫	২.২৪

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক; জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

লেখচিত্রঃ ৪.৫ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

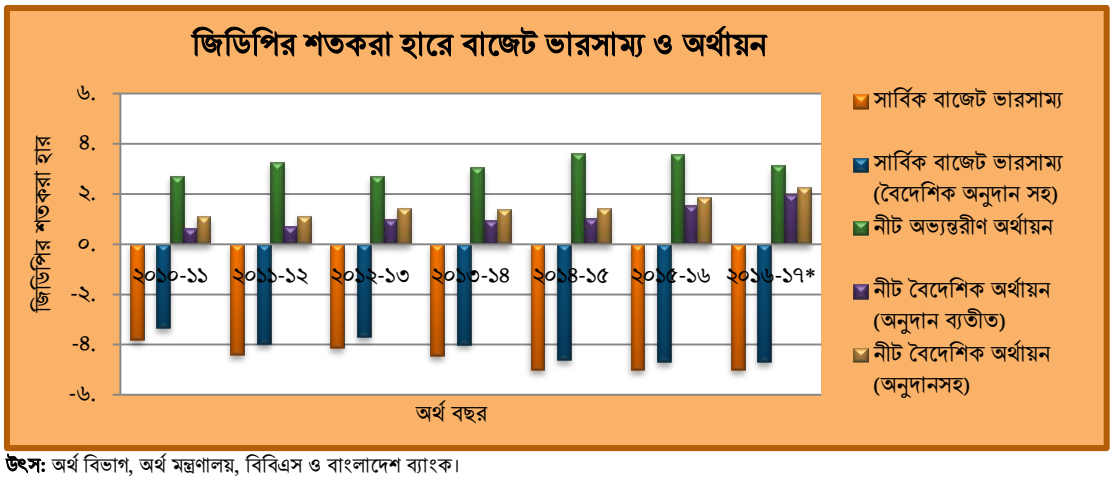

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ছাড়া অন্যান্য অর্থবছরসমূহে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ বা তার নিচে রয়েছে। বৈদেশিক অনুদানকে প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচনা করলে এ হার ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত ৪ শতাংশের নীচে রয়েছে তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ শতাংশের উপরে দাঁড়িয়েছে।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৩৫,২২২.৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.০ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) পরিমাণ ছিল ২,৮১৪.৮ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৩৪,২০৬.০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-১৭ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৮৫৩.২ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.৬ এবং সারণি-৪.৮ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০০৮-০৯	২৯৫৮.২	৮৩১৭.৯	১১২৭৬.১	৫৬৪৩.১	১৬৯১৯.২	২.৪
২০০৯-১০	-৬৬৩৪.৯	২৮৪২.০	-৩৭৯২.৯	১২৪১৯.৪	৮৬২৬.৫	১.১
২০১০-১১	৯৭২৯.২	৯১৫১.৫	১৮৮৮০.৭	২০৮৮.১	২০৯৬৮.৮	২.৩
২০১১-১২	৫৯৬৩.৯	১৩৩৪০.৯	১৯৩০৪.৮	২১৬০.৪	২১৪৬৫.২	২.০
২০১২-১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২	১৬৬৬৬.৬	৭৬৩৪.৮	২৪৩০১.৪	২.০
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৬৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৫২২২.৭	
২০১৬-২০১৭*	-১৩৮৪৫.৭	-৮৩১৮.৪	-২২১৬৪.০	৩৪০১৭.০	১১৮৫৩.২	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

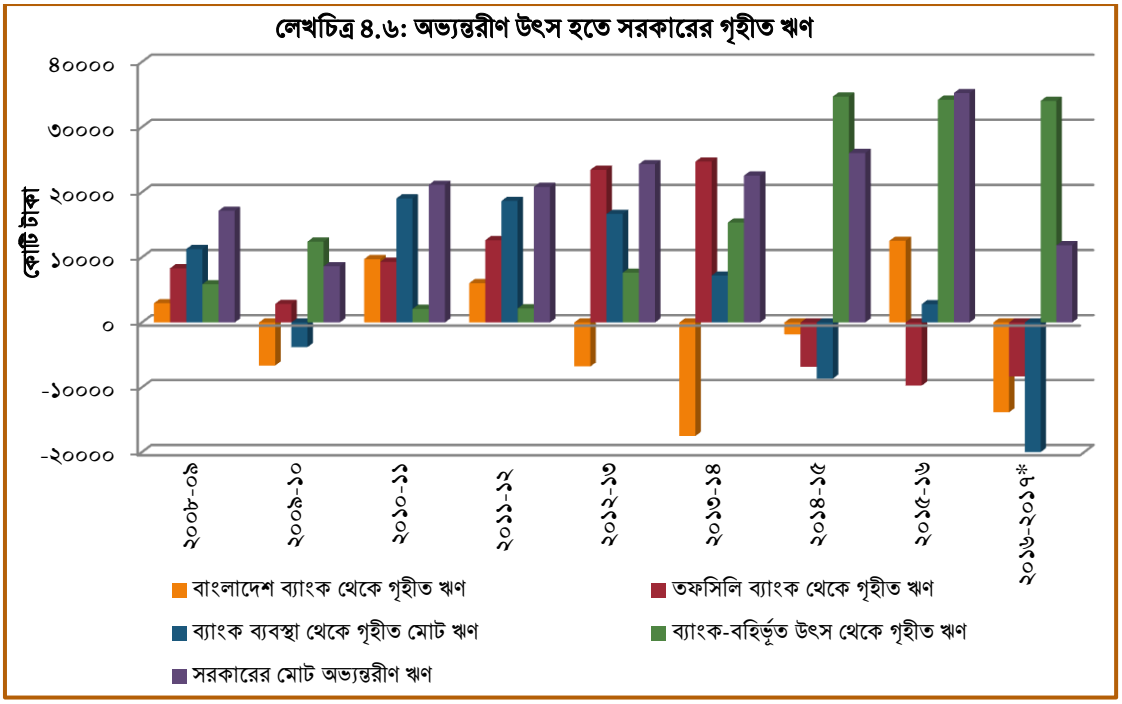

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান। এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হলো:

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১৩৫৭	১১৬০
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪	৬৮১	২৪০৪	৩০৮৫	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯১
২০১৪-১৫	৫৫৭	২৪৭২	৩০২৯	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১২০	১৯৩২
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৮	১০৫০	২৭১৬	২৫১৪
২০১৬-১৭*	২২৪	১৭২৪	১৯৪৮	১৪৩	৫৬৫	৭০৮	১৩৮৩	১২৪০

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৩,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি ৩,০২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১৭.৬৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের দায় পরিশোধ হতে ৪.২৮ শতাংশ কম। ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ৩০.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

লেখচিত্রঃ ৪.৭ বৈদেশিক সাহায্যের গতিধারা

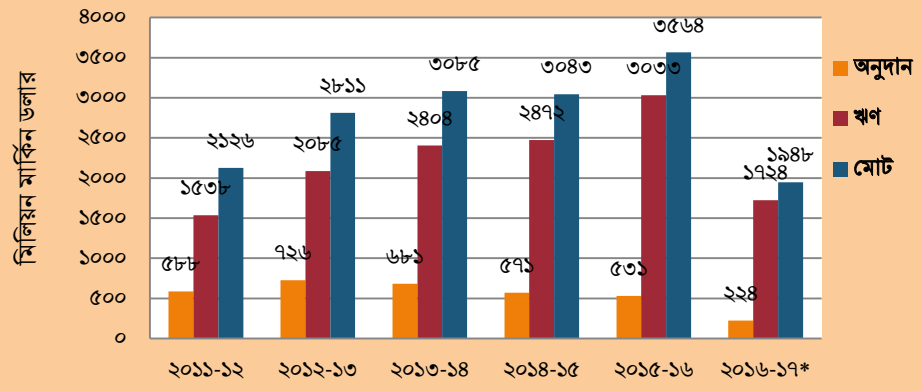

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ২০১৫-১৬
রাজস্ব প্রাপ্তি (বিবরণী-১)	**২৪২৭৫২**	**১৪৫৯৬৬**
করসমূহ	২১০৪০২	১২৮৭৯৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	২০৩১৫২	১২৩৯৭৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৭২৫০	৪৮২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩২৩৫০	১৭১৬৭
বৈদেশিক অনুদান	**৫৫১৬**	**২৩২৪**
মোট প্রাপ্তি	**২৪৮২৬৮**	**১৪৮২৯০**
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	২১৫৭৪৪	১২৯৫২৬
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১৮৮৯৬৬	১১৮৯৯৪
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩৮২৪০	২৯৪৩৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৭১১	১৫৩৭
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	২৬৭৭৮	১০৫৩৩
খাদ্য হিসাব/৩	- **৫৯৪**	**২১৩১**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৪	**৮৪২৮**	**৯০৪৭**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**১১০৭০০**	**৭০৬৭৫**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	৩৫৪	৫৭৭
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৪১৪৭	২৩৪৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৬	১১০৭০০	৬০৩৭৭
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৭	১৮২৬	৩৭৭
মোট-ব্যয়	**৩৪০৬০৫**	**২০৪৩৮০**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	- ৯২৩৩৭	-৬৫২৪৫
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৪.৭	-৪.৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৯৭৮৫৩	-৫৮,৪১৪
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৫.০	- ৩.৯
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৩০৭৮৯**	**৪,৯০৯**
বৈদেশিক ঋণ	৩৮,৯৪৭	১১৯৯০
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	- ৮১৫৮	-৭০৮২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৬১৫৪৮**	**৫১১৬৯**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৩৮৯৩৮	৫১৪
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	২৮৯১০	১১,৮৯৮
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১০০২৮	-১১,৩৮৪
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	২২,৬১০	৫০৬৫৬
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	১৯৬১০	২৮৭০৫
অন্যান্য	৩০০০	২১৯৫০
মোট অর্থসংস্থান	**৯২৩৩৭**	**৫৬০৭৭**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**১৯৬১০১৭**	**১৫১৩৬০০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।